76

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষক ও শিক্ষা-সামগ্রীর অভাবে বিঘ্নিত

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা ব্যাহত

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ সরকার ১৯৯৪ সন হইতে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করিলেও বরগুনা জেলায় প্রয়োনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে কৃষি শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। জেলায় ১০৭টি মাধ্যমিক ও ২৬টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭ হাজার ছাত্র ছাত্রী রহিয়াছে।

জেলা ও থানা সদরের মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কৃষি বিষয়ক শিক্ষক নাই। কায়ক জন শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি শিক্ষক নিয়োগের কোটা বরাদ্দ না থাকায় এবং কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক ও শিক্ষা সামগ্রী

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষককের অভাবে তাহারা কৃষি শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারেন'নাই।

তবে তাহাদের বিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞান (জীববিদ্যা) শিক্ষক ১০ দিনের (স্বল্পকালীন) প্রশিক্ষণ নিয়া কৃষি বিষয়ক ক্লাস চালাইতেছেন। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দৈনিক ৫টি ক্লাস এবং জীববিদ্যার ক্লাস যথাযথভাবে চালাইয়া নেওয়া যায়না। ইহাছাড়া মাত্র ১০ দিনের প্রশিক্ষণের শিক্ষা বিষয়ে কি জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে তাহাও প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে।

গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নাই বলিলেই চলে। যৎসামান্য থাকিলেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক নাই। এই অবস্থায় চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কৃষি বিষয়ক ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা কিভাবে নেওয়া হইবে তাহা বিরাট প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন শিক্ষায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ছাত্রীরা। তাহাদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারিবে আমাদের জন্য একমাত্র জেলা ও থানা সদর ছাড়া গ্রামের বিদ্যালয় গুলিতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক নাই। ফলে ছাত্রীরা এই শিক্ষাও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারেনা। ফলে সরকারের বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইতেছে না।